সূচিপত্র

লেখকের কথা ১১

প্রথম অধ্যায়: পবিত্রতা

গোসলখানায় প্রস্রাব করা.. ১৪
রাস্তার মোড়ে প্রস্রাব-পায়খানা করা ১৫
স্থির পানিতে প্রস্রাব করা... ১৬
কিবলার দিকে মুখ-পিঠ করে প্রস্রাব-পায়খানা করা ১৭
হাড় ও গোবরকে ঢিলা-স্বরূপ ব্যবহার করা ১৮
ডান হাতে শৌচকর্ম করা ১৮
পাশাপাশি শৌচাগারে বসে পরস্পর কথাবার্তা বলা ১৯
প্রশ্রাবরত কাউকে সালাম দেওয়া ২০
নাপাক ওষুধ ব্যবহার করা ২১
কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন খেয়ে মসজিদে আসা ২২

দ্বিতীয় অধ্যায়: নামাজ

যে সময়গুলোতে নামাজ পড়া নিষেধ................................. ২৪
রাকাত ধরতে নামাজের উদ্দেশ্যে দৌড়ে আসা ২৫
মসজিদে দেরিতে এসে মুসল্লিদের ঘাড় টপকিয়ে সামনে যাওয়া ২৬
খুতবার সময় অন্যকে চুপ থাকার ব্যাপারে ওয়াজ করা ২৭
নামাজরত অবস্থায় মুখ ঢাকা নিষেধ.................................২৮
নামাজরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা ২৮
নামাজে হাতের উপর ভর দেওয়া প্রসঙ্গে ২৯
সন্দেহ নিয়ে নামাজ ছেড়ে দেওয়া ৩০
প্রশ্রাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামাজ আদায় করা............ ৩১

কবরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া..৩১
ইশার সালাতের পর নৈশ-আলাপে ব্যস্ত থাকা..........................৩২
মসজিদের মাইকের সাহায্যে হারানো জিনিস খোঁজা ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়: রোজা

সওমে বেসাল নিষিদ্ধ ৩৫
সারা বছর বিরতিহীন রোজা রাখা ৩৬
ঈদের দিন রোজা রাখা..৩৮
শুধু জুমার দিন রোজা রাখা..৩৮
রমজানের এক-দুদিন আগেই রোজা শুরু করা............................৪০
রোজাবস্থায় গালমন্দ করা ৪১

চতুর্থ অধ্যায়: মওত ও কাফন-দাফন

মৃত্যু কামনা করা...৪৩
মৃতের শোকে বিলাপ করা ৪৪
মৃতের বাড়িতে ভিড় জমানো ও রান্নার আয়োজন ৪৬
জামা-কাপড় ছেঁড়া ও মুখে আঘাত করা ৪৮
কোনো বিলাপকারিণীর অনুসরণ করে অনুরূপ কিছু করা ৪৯
নারীদের জন্য জানাজা অনুসরণ করা....................................৫০
নারীদের কবর জিয়ারত করা ৫১
দাফনের নিষিদ্ধ সময়..৫২
কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া রাতের আঁধারে দাফন করা ৫৩
কবরের উপর বসা, হাঁটা ও দৌড়াদৌড়ি করা..........................৫৪
কবর পাকা করা ৫৫
কবরের উপর কোনো কিছু লেখা...৫৬
কবরের উপর কোনো কিছু নির্মাণ করা ৫৬

পঞ্চম অধ্যায়: পানাহার

যেসব পশু-পাখির গোশত খাওয়া নিষেধ...............................৫৭

গাধার গোশত খাওয়া ৫৯
খাবারকে মন্দ বলা, তার দোষ ধরা...৬০
দাঁড়িয়ে পান করা ও খাওয়া... ৬১
উপুড় হয়ে খাওয়া... ৬২
সোনা-রুপার পাত্রে পানাহার করা.. ৬২
একাধিক খেজুর একসাথে মুখে নেওয়া ৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়

ব্যবসায় অতিরিক্ত কসম খাওয়া ৬৬
পণ্য হস্তগত হওয়ার আগেই বিক্রি করা ৬৭
ফলমূল আহারযোগ্য হওয়ার আগেই বিক্রি করা ৬৮
অনির্দিষ্ট খেজুরের স্তূপ, নির্দিষ্ট খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা...... ৬৯
পশুর পেটের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করা ৭০
ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর অসন্তুষ্টি নিয়ে বিদায় নেওয়া............ ৭১

সপ্তম অধ্যায়: সাজসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ

পুরুষদের জন্য জাফরানি রং-এর পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ.........৭৩
পুরুষের জন্য হলুদ রং-এর পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ ৭৪
টাখনুর নিচে কাপড় পরা নিষেধ.. ৭৫
পোশাকের নৈপুণ্যে গর্বভরে চলা নিষেধ ৭৬
পুরুষের আঙুলে স্বর্ণের ছোঁয়া... ৭৭
মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলে আংটি ব্যবহার ৭৭
প্রতিদিন চুল আঁচড়ানোতে ব্যস্ত থাকা ৭৮
দাঁড়িয়ে জুতা পরা.. ৮০

অষ্টম অধ্যায়: শিষ্টাচার

একাধিক ব্যক্তির পারস্পরিক আলাপে অনুপ্রবেশ করা.............৮২
অন্যকে থামিয়ে নিজে কথা বলা.. ৮৩
মুখ ঘুরিয়ে গাল বাঁকা করে কথা বলা ৮৪

একজনের দিকে লক্ষ করে কথা বলা ৮৫
কাউকে তার সিট থেকে উঠিয়ে নিজে গিয়ে বসা ৮৬
ঠাট্টাচ্ছলে অনুমতি ছাড়া কারও জিনিস নেওয়া..........................৮৭
পিতার নাম ধরে ডাকা.. ৮৮
হাদিয়া ফিরিয়ে দেওয়া..৮৯
অপ্রয়োজনে রাস্তার উপর বসা নিষেধ ৯১

নবম অধ্যায়: জবান

জ্বরকে গালি দেওয়া ৯৪
বাতাসকে গালি দেওয়া..৯৫
মৃতকে গালি দেওয়া ৯৬
মোরগকে গালি দেওয়া... ৯৭
'আমার অন্তর খবিস হয়ে গেছে', এই কথা বলা ৯৮
সাবালক হওয়ার পরও কাউকে এতিম বলা ৯৯
কোনো কথা যাচাই-বাছাই ছাড়াই প্রচার করা ১০০
'আল্লাহ তার মুখমণ্ডল বিকৃত করুন', এমনটা বলা ১০০
'সে আমার বান্দি', এভাবে বলা.......................................১০১
'আমি এই আয়াত বা সূরা ভুলে গেছি', এভাবে বলা............. ১০২
'আমি আগামীকাল এই কাজটি করব', এভাবে বলা ১০৩
সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাক বন্ধ রাখা........................... ১০৪
ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সালামের জবাবে 'ওয়া আলাইকুম' -এর বেশি বলা
.... ১০৫
তাকদির নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা..১০৬
সত্য প্রকাশে নিজেকে বিরত রাখা ১০৮
কারও সামনাসামনি অতিরিক্ত প্রশংসা করা ১০৯
বদদুআ করা ১১০
স্বামী যা দেয়নি, তা দিয়েছে বলে বড়াই করা ১১১

দশম অধ্যায়: বিবিধ

কারও ক্ষতি করা এবং নিজে ক্ষতি সহ্য করা........................১১৪
ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা..........................১১৫
সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া..........................১১৭
রাতের বেলা একাকী সফর করা...১১৮
কারও ব্যাপারে মন্দ ধারণা করা ১১৯
অতিরিক্ত হাসা... ১২০
কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করা...............................১২১
যুদ্ধের ময়দানে নারী ও শিশু হত্যা করা.............................১২২
যে দশ দিন যার জন্য চুল ও নখ কাটা নিষেধ ১২২
কাউকে আতঙ্কিত করা, ভয় দেখানো............................... ১২৩
কোনো মুসলিমের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা.....................১২৪
প্রয়োজনের বাইরে অতিরিক্ত কুকুর পোষা ১২৬
দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমানো নিষেধ ১২৬
কোষমুক্ত তলোয়ার আদান-প্রদান নিষেধ ১২৭
অন্যের দোষ তালাশ করা.. ১২৮
ধোঁকাবাজি করা..১২৯
পরস্পর হিংসা করা নিষিদ্ধ ১৩১
পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করা..১৩১
বাম হাতে আদান-প্রদান করা ১৩২
অতিরিক্ত সম্মান জানানো নিষেধ ১৩৪
ব্যাঙ হত্যা করা ১৩৫
সুগন্ধি ফিরিয়ে দেওয়া...১৩৬
কারও বিপদে আনন্দিত হওয়া.. ১৩৭
সাবালিকা কুমারী মেয়ের সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া...............১৩৮
বিড়ালকে শাস্তি দেওয়া ১৩৯

লেখকের কথা

এই বইটি লেখা শুরুর আগে আমার হৃদয়ে এক গভীর আবেগ ও অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ছিল—একটি আগুন, যা আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল। আমি জানতাম, আমাদের জীবনে নিষিদ্ধ কাজগুলো, ছোট-বড় যা কিছুই হোক— এগুলো একটি কালো ছায়ার মতো আমাদের বিবেককে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই ছায়াগুলোকে দূর করতে, সত্য জেনে সেই পথে চলতে আমরা যা শিখি, তা অন্যদেরও জানানো জরুরি। এই ভাবনা থেকেই "যেসব কাজ করতে মানা" বইটির জন্ম।

যখন আমি এই বইটি লিখতে শুরু করি, তখন আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিষিদ্ধ কাজগুলোর একটি সুবিন্যস্ত তালিকা প্রস্তুত করা—যা পাঠককে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে, “এই কাজটি করো না, এটি নিষিদ্ধ।” জীবনের প্রতিটি ধাপে তাকে সতর্ক করবে—“যে কাজটি সে করতে যাচ্ছে, তা ইসলামের নির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না।”

কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমি সেগুলো বোধগম্য এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করতে চেয়েছি, যাতে কেউ কখনো ভুলে না যায়—আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামের সুনিপুণ নির্দেশনা রয়েছে।

পাঠক যখন এই বইটির পৃষ্ঠা উল্টাবেন, তখন তারা শুধুমাত্র নিষিদ্ধ কাজগুলো জানতে পারবেন না; বরং, তারা এটাও জানবেন, কেন এগুলো থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আমি চাই, এই বইটি যেন জীবনের এক অমূল্য দিশারী হয়ে ওঠে—যা মানুষকে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রেখে সঠিক পথের দিশা দেখাবে।

লেখক হিসেবে আমি শুধু একজন পথচারী, নিজের অভিজ্ঞতা ও জানার আলোকে অন্যদের জন্য একটি নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের তালিকা তৈরি করেছি মাত্র। সাথে সাথে প্রতিটি অধ্যায়ে আমার অভ্যন্তরীণ উপলব্ধিগুলো পাঠকের অন্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি। বারবার উল্লেখ করেছি, জীবনের প্রতিটি ধাপে ইসলামের নির্দেশনাকে

প্রাধান্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব—এতে জীবন হবে পরিপাটি ও গোছানো, এবং সমস্ত কর্মকাণ্ডে আসবে অন্য রকম বারাকাহ।

বইটির লেখার কাজ সম্পন্ন করে যতবার আমি পৃষ্ঠা উল্টিয়েছি, ততবার মনে হয়েছে—এটি শুধু একটি গ্রন্থ নয়; এটি একটি নীরব প্রার্থনা—যা আমি আল্লাহর কাছে করেছি। মনে মনে প্রার্থনা ছিল, যেন আমার কলমের প্রতিটি অক্ষর মানুষের হৃদয়ে আলোর ঝলকানি সৃষ্টি করে।

আমার আশা, যদি এই বইয়ের মাধ্যমে একজনও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে ইসলামের আলোকে জীবনকে পরিচালনা করে, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ইসলামের নির্দেশনাকে প্রাধান্য দিয়ে যেকোনো কর্মকাণ্ড সাধিত করে, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। আমি চাই, "যেসব কাজ করতে মানা" যেন একদিন সকল পাঠকের জন্য জীবনের একটি টর্চবিয়ান হয়ে ওঠে, যে আলোতে তারা নিজেকে নতুনভাবে খুঁজে পাবে এবং ইসলামের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ হবে।

আমার বিশ্বাস, "যেসব কাজ করতে মানা" শুধুমাত্র একটি উপদেশ নয়, এটি একটি অন্তরঙ্গ আহ্বান—তাদের জন্য, যারা চায় ইসলামের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবন গঠন করতে এবং নিজের জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে।

পরিশেষে বলতে চাই— ভুলত্রুটি বা অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো কিছু চোখে পড়লে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা পরবর্তী মূদ্রণে তা ঠিক করে নিব, ইন শা আল্লাহ।

দুআ করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন বইটিকে কবুল করেন।

মা. মাহমুদ বিন নূর
লেখক, গবেষক, সম্পাদক
১১/০১/২৫—ইং
mahmud754325@gmail.com

পাশাপাশি শৌচাগারে বসে পরস্পর কথাবার্তা বলা

শৌচাগারে বসে দুজনের পরস্পর কথাবার্তা বলা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ এটি একটি দৃষ্টিকটু কাজ। শৌচকর্ম একটি গোপনীয় বিষয়, যা ব্যক্তিগত এবং আড়ালেই করা উচিত। এই সময়ে একজন ব্যক্তির উচিত নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়া এবং নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা—যেন কোনো ধরনের অশোভন আচরণ বা কথাবার্তা না ঘটে।

বর্ণিত আছে—

(صحيح لغيره) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدرِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—দু'জন মানুষ যেন একত্রে শৌচাগারে বসে পরস্পরে গোপনে কথাবার্তা না বলে এবং একজন অপরজনের লজ্জাস্থান না দেখে। কেননা, আল্লাহ তা ঘৃণা করেন।[১]

এ ধরনের ভুল অনেকেই করে থাকে, বিশেষ করে গণ শৌচাগারের ব্যবহারের সময়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, যেখানে কোমর পর্যন্ত দেয়াল থাকে এবং উপরের অংশ খোলা থাকে—সেখানে একাধিক কূপ পাশাপাশি থাকে। যখন দুই বন্ধু একত্রে প্রস্রাব করতে যায়, তখন তারা পাশাপাশি কূপে বসে প্রস্রাব করে এবং কথা বলতে শুরু করে। এটি একটি অশোভন আচরণ এবং নিষিদ্ধ কাজ। আমি নিজে অনেকবার এমন পরিস্থিতি দেখেছি। এই ধরনের কাজ করা উচিত নয়, কারণ এটি গোপনীয়তার লঙ্ঘন এবং শালীনতার পরিপন্থী।[২]

---

[১] সহিহ তারগিব ওয়াত-তাহরিব, হাদিস নং— ১৫৫

[২] টীকা: এমনটা মাকরূহ।

প্রশ্রাবরত কাউকে সালাম দেওয়া

প্রশ্রাবরত অবস্থায় কাউকে সালাম দেওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্রাবরত ব্যক্তিকে সালাম দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। শৌচকর্ম হলো ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব কাজ, এই সময় তাকে সালাম দেওয়া বা বিব্রত করা অনুচিত। এমন পরিস্থিতিতে তার ব্যক্তিগত পরিসরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত।

বর্ণিত আছে —

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً، مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَىَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ " .

জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন প্রশাবরত ছিলেন। ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সালাম দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন—তুমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে কখনো আমাকে সালাম দেবে না। কারণ, তুমি সালাম দিলে আমি তোমার সালামের উত্তর দিতে পারব না।[১] [২]

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৫২

[২] টীকা: এমনটা মাকরূহ

রাকাত ধরতে নামাজের উদ্দেশ্যে দৌড়ে আসা

রাকাত ধরার জন্য দৌড়ানো নিষেধ। নামাজে আসতে দৌড়ে আসা উচিত নয়; বরং শান্তভাবে, ধীরেসুস্থে নামাজের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যদি রুকু হারিয়ে যায়, তবে ইমাম সাহেবকে যে-ই অবস্থায় দেখতে পাবেন, সেখান থেকেই নামাজ শুরু করবেন এবং বাকি অংশ পরে পড়বেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাকাত ধরতে দৌড়ে আসতে নিষেধ করেছেন।

বর্ণিত আছে—

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— নামাজের ইক্বামাত দেওয়া শুরু হলে তোমরা দৌড়িয়ে আসবে না; বরং শান্তভাবে হেঁটে আসবে। তারপর ইমামের সাথে যতটুকু পাবে, ততটুকু পড়বে। আর যা ছুটে যাবে, তা পরে পড়ে নিবে।[১]

অনেকে আছেন, যারা রাকাত ধরার জন্য নামাজের দিকে দৌড়ে আসেন, অথচ এটি নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের জন্য দৌড়ানো পছন্দ করেন না। নামাজের উদ্দেশ্যে দৌড়ে আসলে তা শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে, যেমন, পা পিছলে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তা ছাড়া, দৌড়ানোর ফলে আমাদের শ্বাস দ্রুত ফুরিয়ে যায়, ফলে নামাজ শুরু করার পর হাঁপাতে হাঁপাতে তাসবিহ পাঠ করতে হয়। অন্যান্য সময় যে শান্তি ও তৃপ্তি নিয়ে আমরা নামাজ শুরু করি, দৌড়ানোর কারণে সেই শান্তি এবং সুষমতা হারিয়ে যায়।[২]

---

[১] মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং- ৬৮৬

[২] টীকা: নামাজের উদ্দেশ্যে দৌড়ে আসা মাকরূহ।

সন্দেহ নিয়ে নামাজ ছেড়ে দেওয়া

সন্দেহের কারণে নামাজ ছেড়ে দেওয়া নিষেধ। আমাদের প্রিয় রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্দেহের কারণে নামাজ ছেড়ে দিতে বারণ করেছেন, কারণ সন্দেহ হলো শয়তানের একটি অতি শক্তিশালী অস্ত্র। শয়তান মুমিন বান্দাদেরকে ইবাদত থেকে দূরে রাখার জন্য এবং ইবাদতে খুশু-খুজু নষ্ট করার উদ্দেশ্যে সন্দেহের মাধ্যমে তাদের বিভ্রান্ত করে। এর মাধ্যমে নামাজের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে তাকে অশান্ত এবং অস্থিতিশীল অবস্থায় নিপতিত করে। বর্ণিত আছে—

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ;أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ :«يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ

ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—‘শয়তান সালাতে তোমাদের কারও নিকট উপস্থিত হয়ে ওযু আছে নাকি নাই,— এ নিয়ে মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। যদি কারও এমন হয়, তাহলে সে যেন তার বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সালাত ছেড়ে না দেয়।’[১]

যতক্ষণ না নিশ্চিত হবে যে, তার বায়ু নির্গত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ ছেড়ে দেবে না। নিশ্চিত হলে নামাজ ছেড়ে দেবে। এরপর নতুন করে অজু করে পুনরায় নামাজ আদায় করবে।[২]

---

[১] বুলুগুল মারাম, হাদিস নং- ৮২

[২] টীকা: সন্দেহ নিয়ে নামাজ ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ।

সারা বছর বিরতিহীন রোজা রাখা

সারা বছর লাগাতার নফল রোজা রাখার অনুমোদন নেই। নফল রোজা রাখতে হবে নিয়মিত বিরতি দিয়ে। নফল রোজা রাখার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, একদিন রোজা রাখবে আরেক দিন ছেড়ে দেবে। সারা বছর বিরতিহীন রোজা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বর্ণিত আছে—

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলেন, আমি অনবরত সিয়াম পালন করি এবং রাতভর সালাত আদায় করি। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন অথবা আমি তাঁর সাথে দেখা করি। তিনি বললেন, 'আমি খবর পেয়েছি, তুমি লাগাতার সিয়াম পালন কর, বিরতি দাও না, আর রাতভর সালাত আদায় করো; এরপর আর এরূপ করবে না। কেননা, তোমার উপর তোমার চোখের অংশ (হক) আছে, তোমার দেহ ও আত্মার অংশ আছে এবং তোমার পরিবার-পরিজনেরও অংশ আছে।

কাজেই, তুমি সিয়ামও পালন করো, বিরতিও দাও, সালাতও আদায় করো, ঘুমও যাও। তুমি দশ দিনে একদিন সিয়াম পালন কর, তাহলে বাকি নয়টি দিনেরও সওয়াব পাবে।' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর নবি, আমি নিজের মধ্যে এর চেয়েও অধিক সিয়াম পালন করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি দাউদ (আ.)-এর মত সিয়াম পালন কর।'

তিনি (আবদুল্লাহ) বললেন, 'হে আল্লাহর নবি, দাউদ (আ.) কীভাবে সিয়াম পালন করতেন?' তিনি (নবি) বললেন, 'দাউদ (আ.) একদিন সিয়াম পালন করতেন, একদিন বিরতি দিতেন। এজন্যই (দুর্বল হতেন না এবং) দুশমনের সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়ে) পালাতেন না।' আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহ'র নবি, এ-ব্যাপারে কে আমার দায়িত্ব নেবে?' আত্বা বলেন, 'আমি জানি না, লাগাতার সিয়াম পালন করার বিষয়টি কীভাবে আলোচনায় আসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি অনবরত সিয়াম পালন করল, সে যেন কোন সিয়ামই পালন করেনি। যে ব্যক্তি সব

রমজানের এক-দুদিন আগেই রোজা শুরু করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজানের এক-দুদিন আগেই রোজা শুরু করতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা রমজানকে সামনে রেখে শুধু এক-দুদিন আগেই রোজা রাখতে শুরু করে। তবে, যারা পূর্বে নির্দিষ্ট দিনে রোজা রাখার অভ্যস্ত, যেমন কেউ যদি প্রতি সোমবার রোজা রাখে, সে যদি রমজানের আগের দিনেও তার অভ্যাস অনুযায়ী রোজা রাখতে চায়, তবে তার জন্য এটি বৈধ। নিষেধাজ্ঞা কেবল তাদের জন্য, যারা রমজান শুরু হওয়ার আগে একদম অকারণে রোজা রাখতে চায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে, রমজানের আগে কয়েক দিন বিশ্রাম নেওয়া এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করা উত্তম। রমজান শুরু হলে, পরিপূর্ণ ত্বাকওয়া ও প্রস্তুতির সাথে রোজা শুরু করা উচিত।

বর্ণিত আছে—

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذلِكَ الْيَوْمَ

আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—তোমরা কেউ রমজানের একদিন কিংবা দু'দিন আগ হতে সাওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে সে সেদিন সওম পালন করতে পারবে।[১]

এই হাদিসের আলোকে এটাই বোঝা যায়, রমজানের এক-দু'দিন আগে থেকেই রোজা শুরু করা নিষিদ্ধ।[২]

[১] আল লু'লু ওয়াল মারজান, হাদিস নং- ৬৫৭

[২] টীকা: এমনটা মাকরূহ।

মৃতের শোকে বিলাপ করা

যখন আমাদের প্রিয় কোনো নিকটাত্মীয় মারা যায়, তখন আমরা ডুবে যাই দুঃখ এবং শোকের অগণিত স্রোতে। মৃত্যুর চিরন্তন সত্যটিকে মেনে নেওয়া আমাদের জন্য এক অদ্বিতীয় কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রিয়জনের বিদায়ে আমাদের জীবনে এমন এক অসীম বেদনা আসে, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। চোখের অশ্রু যেন সেই বেদনার একমাত্র ভাষা, যা চিৎকার করে আমাদের কষ্টের খবর জানিয়ে দেয়।

আমরা কাঁদি, গভীর শোকের মধ্যে ডুব দিয়ে প্রিয়জনের স্মৃতি আঁকড়ে ধরি। তবে, কিছু মানুষ শোকের অতিরিক্ত প্রভাবে বিলাপ করতে শুরু করে, এমনকি জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কিন্তু, ইসলাম এসব শোক প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়। মৃতের শোকে বিলাপ করা, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা এবং অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া— সবই নিষেধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকতে এবং ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন। বর্ণিত আছে—

حَدَّثَنَا أَبُو حَرِيزٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ النَّوْحِ

মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, হিমস নামক স্থানে ভাষণ দানকালে তার ভাষণে উল্লেখ করেন যে—রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন।[১]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে—

قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৫৮০

ফলমূল আহারযোগ্য হওয়ার আগেই বিক্রি করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফল আহারযোগ্য হওয়ার আগেই তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কোনো ফল পরিপক্ক বা আহার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করা ইসলামে অনুমোদিত নয়। কারণ, অপরিপক্ক বা আহার অযোগ্য ফল কেউ খায় না; তা ফেলে দিতে হয় এবং অযথা নষ্ট হয়।

এ ছাড়া, ফল আহারযোগ্য হওয়ার আগেই বিক্রি করা মানে ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া ও প্রতারণার শামিল। কেননা, অপরিপক্ক অবস্থায় ফল কিনার পর তা ভবিষ্যতে ঠিকঠাক থাকবে কিনা, তার গুণগতমান অটুট থাকবে কি না—তা কেউই জানে না। ইসলামে এ ধরনের ছলচাতুরি ও ধোঁকার মাধ্যমে ব্যবসা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

বর্ণিত আছে—

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—রাসূলুল্লাহ ﷺ ফল আহারযোগ্য হওয়ার আগেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[১][২]

---

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং- ৩৭৬৪

[২] টীকা: অপরিপক্ক আহার-অযোগ্য ফল বিক্রি করা হারাম।

ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর অসন্তুষ্টি নিয়ে বিদায় নেওয়া

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক সন্তুষ্টি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাস অপরিহার্য। বিক্রেতার উচিত ক্রেতাকে পণ্যের সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা, যাতে ক্রেতা পণ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পায়। অপরদিকে, ক্রেতার উচিত বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্য সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেওয়া।

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উভয় পক্ষেরই সততা এবং পরিষ্কার মনোভাব বজায় রাখা জরুরি। ছলচাতুরি বা প্রতারণা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। উভয়ের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করে লেনদেন সম্পন্ন করতে হবে এবং সন্তুষ্টি নিয়ে স্থান ত্যাগ করতে হবে। অসন্তুষ্টি নিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান ত্যাগ করা নিষেধ, কারণ এতে একপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—যা ইসলামে ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত।

বর্ণিত আছে—

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجُرْجَرَائِيُّ، قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلاً خَيَّرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيِّرْنِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ تَرَاضٍ " .

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব (রহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আবু যুর'আহ (রহ.) কারও নিকট কিছু বিক্রি করলে তাকে অবকাশ দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনিও বলতেন, আমাকেও অবকাশ দিবে। তিনি বলতেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—ক্রেতা ও বিক্রেতা যেন একে অন্য থেকে কারোর উপর কেউ অসন্তুষ্ট থাকাবস্থায় বিদায় না নেয়'।[১] [২]

---

[১] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং- ৩৪৫৮

[২] টীকা: এমনটা করা মাকরূহ।

পুরুষের জন্য হলুদ রং-এর পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ

পুরুষের সৌন্দর্য বর্ধনের ব্যবহারিক জিনিস ও পরিধেয় বস্ত্রে কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তন্মধ্যে হলুদ রং-এর পোশাকও একটি। অর্থাৎ, পুরুষের জন্য হলুদ রং-এর পোশাক পরিধান করা নিষেধ। বর্ণিত আছে—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمُفَدَّمِ . قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا الْمُفَدَّمُ قَالَ الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ .

ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুফাদ্দাম' পরতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইয়াযিদ (রা.) বলেন, আমি হাসান বিন সুহাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুফাদ্দাম' কী? তিনি বলেন, হলুদ রং-এ রঞ্জিত বস্ত্র।[১]

আরেকটি হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ - وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ - عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ .

আবদুল্লাহ বিন হুনাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রা.) -কে বলতে শুনেছি—রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও হলুদ রং-এ রঞ্জিত পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন।[২]

ইমাম নববি (রহি) এর মতামত: ইমাম নববি (রহি.) বলেছেন, 'হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করা পুরুষদের জন্য মাকরূহ, কিন্তু এটা হারাম নয়।' তিনি বলেন, হলুদ রঙের পোশাক বিশেষত মহিলাদের জন্য সাজসজ্জা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাই পুরুষদের জন্য এটি পরিহার করা উচিত।[৩]

---

[১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৩৬০১

[২] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৩৬০২

[৩] টীকা: পুরুষের জন্য হলুদ রং-এর পোশাক পরিধান করা মাকরূহ।

টাখনুর নিচে কাপড় পরা নিষেধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরতে নিষেধ করেছেন। কেননা, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা অহংকারের পরিচায়ক। এ ছাড়া, টাখনুর নিচে কাপড় পরা ব্যক্তির ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারিও এসেছে। বর্ণিত আছে—

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ لاَ تُسْبِلْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " .

মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন— হে সুফিয়ান বিন সাহল, পরিধেয় বস্ত্র (টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে পরো না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা এভাবে পরিধেয় বস্ত্র ঝুলিয়ে পরিধানকারীদের পছন্দ করেন না।[১]

আরেক বর্ণনায় এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ পায়ের টাখনুর নিচে থাকবে, সে অংশ জাহান্নামে যাবে।[২] [৩]

---

১ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং- ৩৫৭৪

২ সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ৫৭৮৭

৩ টীকা: টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা হারাম।

পুরুষের আঙুলে স্বর্ণের ছোঁয়া

পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের স্বর্ণের আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। বর্ণিত আছে—

حديث أَبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ نَهى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[১] [২]

মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলে আংটি ব্যবহার

আংটি পরারও কিছু নিয়ম-নীতি আছে। সব আঙুলে আংটি পরার অনুমোদন নেই। মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলে আংটি পরা নিষেধ। বর্ণিত আছে—

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :«نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى»

আবু বুরদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।[৩] [৪]

---

[১] আল লু'লু ওয়াল মারজান, হাদিস নং- ১৩৫২

[২] টীকা: পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম।

[৩] সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং- ৫২৮৬

[৪] টীকা: মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলে আংটি পরা মাকরূহ।

সাবালক হওয়ার পরও কাউকে এতিম বলা

কেউ সাবালক হলে তাকে আর এতিম বলা যায় না। অথচ আমাদের সমাজে অনেক বাবা-মা-হারা যুবককেও আমরা এতিম বলে থাকি, যা মোটেই সঠিক নয়। সাবালক হওয়ার পর কাউকে এতিম বলে সম্বোধন করা নিষিদ্ধ।

আলী বিন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি রাসূল ﷺ থেকে যে হাদিসগুলো মুখস্থ করেছি, তার মধ্যে এটিও একটি যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন—

لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

সাবালক হওয়ার পর কোনো সন্তান আর এতিম থাকে না এবং সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত পুরো দিন চুপ থাকার মধ্যেও কোনো সওয়াব নেই।[১]

সাবালক হওয়ার পর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভালো-মন্দ এবং করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে জ্ঞান তৈরি হয়। তারা তখন বুঝতে পারে কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়। এ ছাড়া, তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন হয়ে ওঠে। এ সময় মা-বাবার অনুপস্থিতিতেও তারা বুদ্ধিমত্তা এবং শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের জীবন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। সুতরাং, যার মধ্যে এই গুণাবলি ও সক্ষমতা বিদ্যমান, তাকে আর কোনোভাবেই এতিম বলা যায় না।

---

[১] রিয়াদুস সালিহিন- ১৮০৯

‘সে আমার বান্দি’, এভাবে বলা

‘সে আমার বান্দি, তুমি আমার বান্দি’— এমন সম্বোধন করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে নিজের বান্দা বা বান্দি বলে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এ ধরনের বক্তব্য তাওহীদবিরোধী।

‘আমার বান্দা’ বা ‘আমার বান্দি’ বলে সম্বোধন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা’আলার। আল্লাহ ছাড়া কারও বান্দা বা বান্দি নেই।

কাউকে সম্বোধন করতে হলে বলা উচিত— ‘আমার ছেলে’, ‘আমার মেয়ে’, ‘আমার সেবক’ বা ‘আমার সেবিকা’— এ ধরনের শব্দ। বর্ণিত আছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ:
عَبْدِي، أَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، وَلْيَقُلْ :غُلَامِي،
جَارِيَتِي، وَفَتَايَ، وَفَتَاتِي "

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— তোমাদের কেউ ‘আমার বান্দা’ ‘আমার বান্দি’ বলবে না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সব মহিলা আল্লাহর বান্দী। বরং, সে যেন বলে—আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার যুবক, আমার যুবতি।[১]

এগুলো খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। সঠিক শব্দচয়ন ও বাক্য গঠনের অভাবে কিছু কিছু বিষয় না চাইলেও শিরকের পর্যায়ে চলে যায়। তাই, এ রকম বাক্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই উচিত।

নিজের সম্বোধনে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়, যা আল্লাহর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। ‘আমার বান্দি’ শব্দটি তাওহীদের প্রতি আঘাত হানতে পারে এবং শিরকের পথ উন্মুক্ত করতে পারে। এ কারণেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

---

[১] আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ২০৮